ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ত্যাগ-কুরবানী ও পরীক্ষা

সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার একমাত্র দিকদিশারী ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যুগ-যুগ ধরে যারাই চেষ্টা ও সংগ্রাম করেছে তাদেরকেই সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করতে হয়েছে। দিতে হয়েছে প্রচণ্ড কষ্ট ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা। ধন-সম্পদ, পরিবার-আপনজন ও প্রাণের বিনিময়ে পাড়ি দিতে হয়েছে এক দুর্গম কন্টকাকীর্ণ পথ। কিয়ামত দিবসের আগ পর্যন্ত যারাই আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের সার্বজনীন রূপকে বিশ্ব-সভ্যতার সামনে তুলে ধরতে চাইবে, মানবমুক্তির শ্রেষ্ঠ সংবিধান পবিত্র কুরআন ও আদর্শপাঠ সুন্নাহর আলোকে যারা সাজাতে চাইবে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে; সর্বোপরি আল্লাহর জমিনে খিলাফাত আলা মিনহাজিন-নবুওয়াহ প্রতিষ্ঠার আমরণ সংগ্রামে যারা আত্মনিয়োগ করবে- কালের ধারাবাহিকতায় তাদের ওপর নেমে আসবে নির্যাতন, নিষ্পেশন ও অনাকাঙ্খিত পরীক্ষা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۟ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন, বিনিময়ে অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর হত্যা করে ও নিহত হয়। তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক যত্নশীল? সুতরাং তোমরা আনন্দ কর তোমাদের সে সওদার জন্য যা তোমরা আল্লাহর সাথে করেছ। আর সেটাই বিরাট সাফল্য।” [সূরা তাওবা : ১১১]

তাই বলে কেউ আবার যেন এমনটি না ভাবে যে, ঈমান আনলেই অব্যহতি পেয়ে যাবে। আর কোন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবেনা। এদিকে ইঙ্গিত করেই করআনে কারীমে বর্ণীত হয়েছে-

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝۲

وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝۳

“মানুষরা কি ধারণা করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তারা নিষ্কৃতি পেয় যাবে আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ সেই সব লোকদেরকে জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী ছিল এবং জেনে নেবেন তাদেরকেও যারা মিথ্যাবাদী।” [সূরা আনকাবুত : ২-৩]

তবে একথা ভাবার সুযোগ নেই যে, আখেরী যুগের লোকদেরকেই এমন পরীক্ষার মুখোমূখী হতে হচ্ছে; বরং যুগ-যুগ ধরে সকল নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদেরকে সীমাহীন দারিদ্র, দুঃখ, কষ্ট ও জুলুম-নির্যাতন দ্বারা কঠিনতর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। কুরআনের ভাষায় উঠে এসেছে সে বিবরণী-

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۝۲۱۴

তোমরা কি মনে করেছো, এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-মুসিবত। তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটেই। [আল বাকারাহ : ২১৪]

অত্যাচারী কোন স্বৈরাচারের খড়্গহস্ত, নির্যাতন ইত্যাদি যেন কিছুতেই বিশ্বাসীদেরকে এই পবিত্র কাজ থেকে বিরত না রাখে এবং তাদের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল না করে। কারণ, চরম অসহায় অবস্থায় উপনীত হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতিও সাহায্য আর বিজয় পাঠাননি।

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

তখন মু'মিনদেরকে নিদারুণ পরীক্ষা করা হলো এবং ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেয়া হলো। [আল আহযাব : ১১]

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ

"অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং তাদের ধারণা জন্মাল যে, আমাদের বুঝের ভুল হয়েছে, তখনই তাদের নিকট আমার সাহায্য এসে পৌঁছাল।" [সূরা ইউসুফ : ১১০]

এক আল্লাহতে বিশ্বাসীদের ওপর যুগে-যুগেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ভয়, যাতনা, জান-মালের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে নেয়া হয়েছে ঈমানের অগ্নি-পরীক্ষা। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ
الْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

"আর নিশ্চয়ই আমি ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এমতাবস্থায় যারা ধৈর্য্যধারণ করে আপনি তাদের সুসংবাদ দিন।" [আল বাকারাহ : ১৫৫]

এমন সব পরিস্থিতি কাকতালীয়ভাবে সৃষ্টি হয়না; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে। তারপরও যারা মুমিন তারা অন্তরে পরম ভালবাসা নিয়েই লড়ে যায়। বলা হচ্ছে-

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ
قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কখনো কোন মুসিবত আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন।" [আত-তাগাবুন : ১১]

এর কারণ হিসেবে আল্লাহ নিজেই বলছেন-

"তোমরা কি মনে করে রেখেছো তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী।" [আলে-ইমরান : ১৪২]

মানবতার মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত অগ্রদূত মুহাম্মাদে আরাবী সা. আখেরী যামানার বিপ্লবী উম্মাহর জন্য আগেই ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন-

"হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন তাদের জন্যে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জ্বলন্ত আঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে।" [তিরমিযী]

এতসব কিছুর পরও যারা সত্যিকারের আল্লাহপ্রেমী, মুক্তি-সংগ্রামের আন্দোলনে যারা নিবেদিতপ্রাণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তারা সংগ্রাম চালিয়ে যায়। কুরআনে এসেছে-

অন্যদিকে মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অভিযানে যে নিজের প্রাণ সমর্পণ করে। এই ধরণের বান্দার ওপর আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল ও মেহেরবান।" [বাকারাহ : ২০৭]

অন্যত্র এসেছে-

"আমি তোমাদের কে অবশ্যই পরীক্ষা করবো যাতে আমি তোমাদের অবস্থা যাচাই করে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং কে ধৈর্যশীল।" [মুহাম্মদ : ৩১]

ধৈর্য্যশীলতার পরীক্ষা দিয়েছেন রাসূল সা.। হযরত সাহাবায়ে কিরাম রা.। তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, মুজতাহিদ ইমামগণ সকলেই। ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের এপথে প্রত্যেকের প্রতি এসেছে পারিবারিক বাধা, সামাজিক বাধা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ। রাসূলুল্লাহ সা. এবং তাঁর সাহাবীদের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক বাধা তাদের নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকেই এসেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সা. এর প্রতি তাঁর চাচা আবু জাহেল ও কুরাইশ বংশের অন্যান্য আত্মীয়রা সীমাহীন কটুক্তি, লাঞ্ছনা ও শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে ছিলো। মুসআব বিন উমায়ের রা. এর মা তাকে বেঁধে রেখেছিল যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে না যেতে পারেন। হযরত উমর রা. নিজে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার বোন ফাতিমা রা. ও ভগ্নিপতি সাঈদ রা. কে ইসলাম গ্রহণের জন্য পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছেন। এছাড়াও যে সমস্ত দাস ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের কাফের মনিবরা তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছিল। বিলাল রা. কে তার মনিব উমাইয়া ইবনে খালফ ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করতে তাঁর বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে রাখতো।

বর্ণিত আয়াতে জান-মালের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে মুমিনকে পরীক্ষা করা হবে বলে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিপ্লবের কর্মীকে ব্যক্তিগত পার্থিব ক্ষতি মেনে নিতে হবে। এপথে না আসলে সে উচ্চশিক্ষা অর্জনে সময় ব্যয় করতে পারতো। এমনও হতে পারে যে আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃতি হতে হবে। আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে এসব ত্যাগ মেনে নিতে হবে। সে যদি বিশ্বাস রাখে যে রিযিক ও বিপদাপদ এসবই আল্লাহ্'র কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া তাহলে এ সময় ধৈর্য ধারণ তার পক্ষে সহজ হবে। হযরত আবু বকর রা. প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলামের কাজ করতে গিয়ে তাঁর এই ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এভাবেই সাহাবীয়ে কেরাম রা. মক্কায় তাদের বড় বড় ব্যবসা ছেড়ে গিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মদীনায় হিজরত করেন।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে আসতে পারে সামাজিক বয়কট। এটা হতে পারে নিন্দা, কটুবাক্য ও শারীরিক লাঞ্ছনা ইত্যাদি আকারে। যেমন কেউ মৌলবাদী, জঙ্গী, সেক্যলে ইত্যাদি বলতে পারে। আন্দোলনকারীদের সাথে বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপত্তি জানাতে পারে, এমনকি সামাজিকভাবে তাদের বয়কটও করতে পারে। এলাকায় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের কাজকে ব্যহত করার জন্য তাদের ভয়ভীতি দেখাতে পারে, মারপিটও করতে পারে। মক্কার সমাজে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সা. ও তাঁর সাহাবীদেরকে প্রচণ্ড সামাজিক প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছিলো। কাফেররা একের পর এক প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে রাসূল সা. এর আশ্রয়দাতা আবু তালিবের উপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি করেছিলো তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য। এক্ষেত্রে তারা বাপ-দাদার ঐতিহ্য, মুরুব্বীদের সম্মান-মর্যাদা ইত্যাদির অজুহাত পেশ করেছিলো। এছাড়াও তারা তাদের বখাটে ও দুশ্চরিত্র লোকদের রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাঁর উপর উটের ভূড়ি নিক্ষেপ করে ইত্যাদি -*সীরাতে ইবনে হিশাম*। এভাবেই তারা নানা সামাজিক বাধা আরোপ করতো।

সাহাবাগণ যখন এসব মর্মান্তিক নির্যাতনের শিকার হয়ে রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে নিষ্কৃতির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনার জন্য বললেন, তখন উত্তরে তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বযুগে (আল্লাহর দ্বীন গ্রহণের কারণে) এমন হয়েছে যে, মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে তার মাথা করাত দিয়ে কেটে দু'টুকরো করা হয়েছে, লোহার চিরুনী দিয়ে তার শরীর থেকে হাড্ডি-মাংস আলাদা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সে তার দ্বীন ত্যাগ করেনি।" (বুখারী)

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনকারীর উচিত এ পথে তার সব ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের ক্রমবৃদ্ধিকে বিজয় নিকটবর্তী হবার চিহ্ন এবং আল্লাহ'র সাথে তাঁর নৈকট্য বৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতির সিঁড়ি হিসেবে মনে করা। তবেই তার জন্য সহজ হবে এগিয়ে যাওয়া।

....

শিট সংকলনে

নূরুল করিম আকরাম

কেন্দ্রীয় মাদরাসা বিষয়ক সম্পাদক

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন